Supported by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষদের কর্মশালা

এসডিজি সম্পৃক্ত নীতি ও কর্মসূচি

মোস্তফা আমির সাব্বিহ
সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি
সুনামগঞ্জ: ২৭ নভেম্বর ২০১৮

সূচি

- সূচনা
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর মূল উপাদানসমূহ
- এসডিজির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি
- এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ
- বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য নীতি কাঠামো
- বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
- বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন
- এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং পর্যাপ্ততা
- অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ
- এসডিজি বাস্তবায়নে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ
- সামনে এগিয়ে যে বিষয়গুলোর উপর নজর দিতে হবে
- এসডিজি’র স্থানীয়করণ

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সূচনা

- ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো “ধরিত্রীর রূপান্তরঃ ২০৩০ সালের পথে টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রা” ঘোষণাটি গ্রহণ করে
- ১৭ টি অভীষ্ট সহ ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয় যা আগামী পনের বছর বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোকে পরিচালিত করবে
- জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশনের ২০১৩ সালের মার্চে তার ৪৭ তম বৈঠকে ২৩০ টি অনন্য সূচক নিয়ে একটি বৈশিক সূচক কাঠামো গৃহীত হয়েছে
- বিশ্বব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নকে ঘিরে বেশ জোড়েসোড়ে বিতর্ক হচ্ছে
- উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (এইচএলপিএফ) কে কেন্দ্রে রেখে "ফলো-আপ এবং রিভিউ" পদ্ধতিটিকে আকার দেওয়া হচ্ছে

সূচনা

এটি অত্যন্ত নিখুঁত এজেন্ডা নয়, কিন্তু একটি চমৎকার রাজনৈতিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উচ্চাকাঙ্খার একটি বৈশ্বিক ঐক্যমত্য প্রকাশ করে

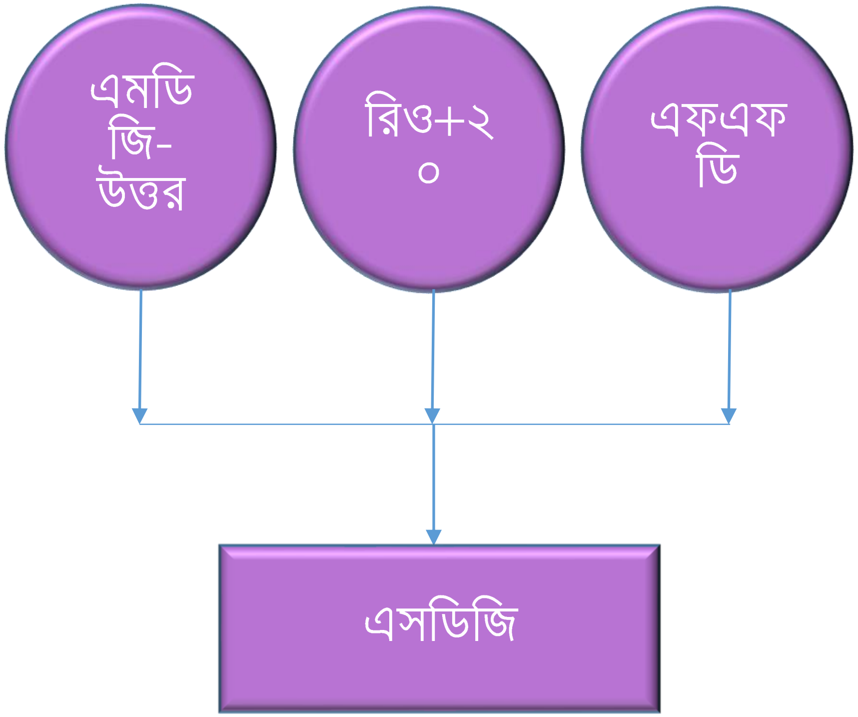

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর মূল উপাদানসমূহ

এসডিজির মূল উপাদানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ

- ২০১৫-উত্তর এজেন্ডা এর উপর সেক্রেটারি জেনারেলের সংশ্লেষণ রিপোর্ট, "The road to dignity: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet" ডিসেম্বর ২০১৪ তে প্রকাশিত হয়েছিল
- এই প্রতিবেদনটি এসডিজির উপর ভিত্তি করে ছয়টি উপাদান উপস্থাপন করে যা "... একটি টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার সার্বজনীন, সমন্বিত এবং রূপান্তরিত প্রকৃতিকে কাঠামো দান করবে এবং শক্তিশালী করবে ..."

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সার্বজনীনত্ব (Universality)

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো সার্বজনীন যা সমগ্র পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেছে
- পৃথিবীর সকল দেশ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এই কর্মসমষ্টি সবার জন্য প্রযোজ্য। প্রতিটি দেশের জাতীয় নীতিমালা ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখেই এর সৃষ্টি - বিবেচনায় রাখা হয়েছে জাতীয় বাস্তবতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর

সমন্বিত ও রূপান্তরমূলক (Integrated and Transformative)

- এসডিজিগুলি সমন্বিত ও অবিভাজ্য এবং টেকসই উন্নয়নের তিনটি মাত্রা: অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত - এর মধ্যে ভারসাম্য রেখে তৈরি
- এসডিজিগুলি রূপান্তরমূলক যা বিশ্বকে একটি টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক পথে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে তৈরি

দেশীয় অগ্রাধিকার

- বৈশ্বিক পর্যায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এবং জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি দেশ একটি নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থির করেছে চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা
- দেশীয় অগ্রাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য উপায় বেছে নেওয়া উচিত হবে না

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি

বাস্তবায়নের উপায় (Means of Implementation)

- বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রয়েছে পৃথক অভীষ্ট (১৭)
- এছাড়াও প্রতিটি অভীষ্টের অধীনে উক্ত অভীষ্ট বাস্তবায়নের উপায় সম্বলিত লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত আছে

পদ্ধতিগত বিষয় (Systemic Issues)

- বৈশ্বিক বানিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার
- প্রযুক্তি হস্তান্তর

সিনার্জিস (Synergies)

- দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার দ্বারা পূর্ণ ও উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থান উন্নীত করা ছাড়া সম্ভব হবে না। এই এলাকায় সাফল্য সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতেও সহায়ক হবে

ট্রেড-অফস (Trade-offs)

- ক্ষুধা মুক্তির জন্য কৃষি জমি ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য কমে যায়, জলবায়ু দূষিত হতে পারে এবং পানিসম্পদ দূষিত হতে পারে এবং সামুদ্রিক সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে - যা সবশেষে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি

- ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ - এই ধারণার বাস্তবসম্মত চিত্র কেমন হবে সেটা খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়
- আয়, বয়স, বর্ণ, জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান - এধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য কোন কোন অভীষ্টের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও ‘অন্যান্য বৈশিষ্ট্য’ কথাটা উল্লেখ থাকায় জাতীয় পর্যায়ে এ ধারণার ভিন্নতা থাকতে পারে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি

'বিপন্নতা' কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনা বা তা থেকে উত্তরণ-ক্ষমতার সম্ভাব্য অবস্থা নির্দেশ করে

এর ফলে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে বা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে পারে অথবা উন্নয়ন সুবিধা-বঞ্চিত সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে পড়তে পারে

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ১: দারিদ্র বিলোপ
এসডিজি ২: ক্ষুধা মুক্তি

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	উৎস	মন্তব্য
১.১	১.১.১ আন্তর্জাতিক দারিদ্রসীমা অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু আয় ১.৯ ডলারের নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত	৩৩.৭	১৩.৮ (২০১৬)	০.০		ট্র্যাকেই আছে
১.২	১.২.১ জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত, লিঙ্গ ও বয়স ভেদে	৪৮.৯	২৪.৩ (২০১৬)	০.০		ধীর অগ্রগতি
১.৩	১.৩.১ সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন স্তর/ব্যবস্থার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত	১৩.১ (২০০৫)	২৮.৭ (২০১৬)	৪০.০		ট্র্যাকেই আছে
২.১	২.১.১ অপুষ্টির ব্যপকতা	২৩.১	১৬.৪ (২০১৫)	১০.০		ট্র্যাকেই আছে
২.২	২.২.১ অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বকায় বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডে মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২)	৫০.৮	৩৬.১ (২০১৪)	১২.০		ধীর অগ্রগতি
২.২	২.২.২ অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থুলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (ওজন অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডে মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২ অথবা >+২)	১২.৫	১৪.৩ (২০১৪)	০.০		ট্র্যাকে নেই

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
৩.১	৩.১.১ মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে)	৩১৮	১৮১ (২০১৫)	৭০.০	ট্র্যাকেই আছে
৩.২	৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত	১২.১	৪২.১ (২০১৪)	৮০.০	ধীর অগ্রগতি
৩.২	৩.২.১ অনূর্ধব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	৮৮.০	৩১.০ (২০১৭)	১২.০	ট্র্যাকেই আছে
৩.২	৩.২.২ নবজাতকের মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	৪২.৬	১৭.০ (২০১৭)	০.০	ট্র্যাকেই আছে
৩.৩	৩.৩.১ লিঙ্গ, বয়স ও মূল জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি ১,০০০ অসংক্রমিত জনে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা	০.০০	০.০৪ (২০১৬)	০.০১	ট্র্যাকে নেই
৩.৩	৩.৩.২ প্রতি ১০০,০০০ জনে যক্ষা রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা	২২৫	২৮৭ (২০১৬)	১৫০	ট্র্যাকে নেই
৩.৩	৩.৩.৩ প্রতি ১,০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা	৪.৪	১.৬৪ (২০১৭)	০.০	ট্র্যাকেই আছে

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

Supported by the European Union

এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
৩.৪	৩.৪.১ হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুহার	২২.৯	১৮.০ (২০১৬)	৬.০	ধীর অগ্রগতি
৩.৪	৩.৪.২ আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)	৬.১	৭.১ (২০১৫)	২.৪	ট্র্যাকে নেই
৩.৬	৩.৬.১ সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)	১.৭ (২০১৪)	২.০ (২০১৬)	১.২	ট্র্যাকে নেই
৩.৭	৩.৭.১ পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী ও এতে সন্তুষ্ট প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) নারীর অনুপাত	৬০.৭	৭২.৬ (২০১৪)	১০০.০	ধীর অগ্রগতি
৩.৭	৩.৭.২ প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার	১৩৪	৭৫ (২০১৫)	৫০.০	ট্র্যাকেই আছে
৩.৯	৩.৯.৩ অনিচ্ছাকৃত বিষক্রিয়ায় সংঘটিত মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে)	৫.৭ (২০১২)	৫.৭ (২০১৫)	৪.০	ট্র্যাকে নেই
৩.গ	৩.গ.১ নির্দিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ও অনুপাত	৫.০ (২০০৩)	৭.৪ (২০১৬)	৪৪.৫	ধীর অগ্রগতি

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

এসডিজি ৪: গুনগত শিক্ষা
এসডিজি ৫: নারী সমতা

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
৪.২	লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে)	৩০.১ (২০০৯)	৫৯.৯ (২০১১)	১০০.০	ট্র্যাকেই আছে
৪.৫	৪.৫.১ নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঝে জেন্ডার সমতা সূচক	১.৬	১.৪ (২০১৩)	১.০	ট্র্যাকেই আছে
৪.গ	৪.গ.১ নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মাঝে যারা নিজ নিজ দেশে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক-চাকুরি বা চাকুরিকালীন ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ (অর্থাৎ শিক্ষাদান সংশ্লীষ্ট প্রশিক্ষণ) লাভা করেছেন এমন শিক্ষকদের অনুপাত	৩৬.৮	৫৯.৬ (২০১৫)	১০০.০	ধীর অগ্রগতি
৫.২	৫.২.১ সহিংসতার ধরন ও বয়স অনুযায়ী বর্তমান বা পূর্বতন স্বামী কর্তৃক বিগত ১২ মাসে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী নারী ও কন্যাশিশুর অনুপাত	৬৬.৯ (২০১১)	৫৪.৭ (২০১৫)	০.০	ধীর অগ্রগতি
৫.৩	৫.৩.১ ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত যারা ১৫ বছরের পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে	২৯.১ (২০১১)	২২.৪ (২০১৪)	০.০	ট্র্যাকেই আছে
৫.৩	৫.৩.১ ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত যারা ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে	৬৪.৯ (২০১১)	৫৮.৬ (২০১৪)	১০.০	ধীর অগ্রগতি
৫.৫	৫.৫.১ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী আসনের অনুপাত	৯.১	২০.৩ (২০১৭)	৪০.০	ধীর অগ্রগতি
৫.৫	৫.৫.২ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত নারীদের অনুপাত	২৩.৪ (২০০৩)	১২.৯ (২০১৬)	৩০.০	ট্র্যাকে নেই

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানী

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
৬.১	৬.১.১ নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত	৭৩.৭	৯৮.০ (২০১৭)	১০০.০	ট্র্যাকেই আছে
৬.২	৬.২.১ সাবান ও পানি সংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত	৪৫.৪	৭৬.৮ (২০১৫)	১০০.০	ট্র্যাকেই আছে
৭.১	৭.১.১ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত	৩২.০	৮৫.৩ (২০১৭)	১০০.০	ট্র্যাকেই আছে
৭.১	৭.১.২ পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ও প্রযুক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জ্বালানীর অনুপাত	১০.৬	২০.৮ (২০১৫)	৩৫.০	ধীর অগ্রগতি
৭.২	৭.২.১ মোট জ্বালানীর ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালনীর অনুপাত	২.৭ (২০১০)	২.৯ (২০১৬)	২০.০	ধীর অগ্রগতি
৭.৩	৭.৩.১ প্রাথমিক শক্তি অনুযায়ী জ্বালানী ঘনত্বের অনুপাত	৩.৫	৩.৬ (২০১৭)	৩.০	ট্র্যাকে নেই

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
৮.১	৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	৩.৯	৬.১ (২০১৭)	৭.৫	ট্র্যাকেই আছে
৮.২	৮.১.২ প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	৪.১	৪.৫ (২০১৫)	৬.৫	ধীর অগ্রগতি
৮.৩	৮.৩.১ লিঙ্গ ভেদে অ-কৃষি কাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত	৮৭.৫ (২০১০)	৭৭.৮ (২০১৬)	৬৫	ট্র্যাকেই আছে
৮.৫	৮.৫.২ বেকারত্বের হার	৩.৩	৪.২ (২০১৭)	২.৫	ধীর অগ্রগতি
৮.৬	৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪) অনুপাত	৩১.০ (২০০৫)	৫৪.৯ (২০১৭)	৩.০	ট্র্যাকে নেই
৮.৭	৮.৭.১ শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা	উপাত্ত নেই	৪.৩ (২০১৩)	০.০	--
৮.৮	৮.৮.১ লিঙ্গ ও অবস্থান ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক আহত হবার ঘটনার হার	৩৮২ (২০১৫)	১০৫ (২০১৭)	১০০	ট্র্যাকেই আছে
৮.৮	৮.৮.১ লিঙ্গ ও অবস্থান ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার	২৪৬ (২০১৫)	৪৭৮ (২০১৭)	১০০	ট্র্যাকে নেই
৮.১০	৮.১০.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে বানিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা	৬.৯২ (২০০৪)	৮.৯৯ (২০১৭)	১২.০	ধীর অগ্রগতি
৮.১০	৮.১০.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে এটিএম বুথের সংখ্যা	০.১৪ (২০০৪)	৯.০৮ (২০১৭)	৯.০	ট্র্যাকেই আছে
৮.১০	৮.১০.২ ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা মোবাইলে অর্থসেবা প্রদানকারী সংস্থায় অ্যাকাউন্টধারী বয়স্ক মানুষদের (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) অনুপাত	৩১.৭ (২০১১)	২৯.১ (২০১৪)	৩৫.০	ট্র্যাকে নেই

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

এসডিজি ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
এসডিজি ১০: অসমতা হ্রাস
এসডিজি ১১: টেকসই নগর ও সমাজ

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
৯.২	৯.২.১ জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মূল্য সংযোজন	১৪.৭	২১.৭ (২০১৭)	৩৫.০	ধীর অগ্রগতি
৯.২	৯.২.২ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান	৭.৩	১৪.৪ (২০১৬)	২৫.০	ধীর অগ্রগতি
৯.ক	৯.ক.১ অবকাঠামোগত মোট সরকারি আন্তর্জাতিক সহায়তার (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও অন্যান্য সরকারি অর্থ প্রবাহ) পরিমাণ	১৫৮০.২ (২০১৩)	১৭৩৬.৫ (২০১৫)	৩৫০০	ধীর অগ্রগতি
১০.গ	১০.গ.১ প্রেরণকৃত অর্থের মোট পরিমাণের সাথে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচের অনুপাত	৪.২ (২০১৪)	৪.২ (২০১৭)	৩.০	ধীর অগ্রগতি
১১.১	১১.১.১ শহরের বস্তি, বেআইনি স্থাপনা বা অপর্যাপ্ত আবাসনে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত	৭৭.৮	৫৫.১ (২০১৪)	২০.০	ধীর অগ্রগতি
১১.৫	১১.৫.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা	উপাত্ত নেই	১২,৮৮১ (২০১৫)	১,৫০০	--

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ১২: দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন
এসডিজি ১৪: জলজ জীবন
এসডিজি ১৫: স্থলজ জীবন

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
১২.২	১২.২.১ জিডিপি প্রতি ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট (কেজি)	১.৫	১.৫ (২০১০)	টার্গেট নেই	--
১২.২	১২.২.২ দেশজ বস্তুগত ভোগ, মাথাপিছু দেশজ বস্তুগত ভোগ এবং জিডিপি প্রতি দেশজ বস্তুগত ভোগ	১.৭	১.৭ (২০১০)	টার্গেট নেই	--
১৪.৫	১৪.৫.১ মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি	উপাত্ত নেই	৭.৯ (২০১৬)	১০.০	--
১৫.১	১৫.১.১ মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত	১৩.২ (২০১৪)	১৩.২ (২০১৬)	২০.০	ধীর অগ্রগতি
১৫.১	১৫.১.২ বাস্তুতন্ত্রের ধরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত	উপাত্ত নেই	১.৭ (২০১৪) ১.৮ (২০১৪)	৫.০ ১৪.০	--
১৫.৫	১৫.৫.১ লাল তালিকা সূচক	০.৮	০.৮ (২০১৭)	০.০	ধীর অগ্রগতি

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

এসডিজি ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
১৬.১	১৬.১.১ লিঙ্গ ও বয়স ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা	১.৬ (২০১৪)	১.৩ (২০১৬)	১.০	ট্র্যাকেই আছে
১৬.১	১৬.১.৩ পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার জনসংখ্যার অনুপাত	৪৫.১ (২০১১)	৩৮.০ (২০১৫)	১৫.০	ট্র্যাকেই আছে
১৬.২	১৬.২.২ লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানবপাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা	০.৭ (২০১৪)	০.৩ (২০১৬)	০.০	ট্র্যাকেই আছে
১৬.৩	১৬.৩.২ জেলে বন্দি মোট জনসংখ্যার তুলনায় বিনাদন্ডে আটক বন্দির সংখ্যার অনুপাত	৬৪.০ (২০০৬)	৭৯.০ (২০১৬)	৪০.০	ট্র্যাকে নেই
১৬.৯	১৬.৯.১ বয়স অনুযায়ী, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত	৯.৮ (২০০৬)	৩৭.০ (২০১৩)	১০০.০	ট্র্যাকেই আছে

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

লক্ষ্যমাত্রা	সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর (২০০০)	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য (২০৩০)	মন্তব্য
১৭.১	১৭.১.১ উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনেপাত	৮.১	১০.২ (২০১৭)	১৮	ধীর অগ্রগতি
১৭.১	১৭.১.২ অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	৬৯.৯	৭৬.৮ (২০১৬)	৭০	ধীর অগ্রগতি
১৭.৩	১৭.৩.২ মোট জিডিপি'র অনুপাতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)	৩.৭	৬.২ (২০১৬)	১০.০	ধীর অগ্রগতি
১৭.৪	১৭.৪.১ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা রপ্তানির অনুপাত হিসেবে ঋণ সেবা	১০.৭	২.৯ (২০১৭)	৪.০	ট্র্যাকেই আছে
১৭.৬	১৭.৬.২ গতিভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা	২.৪ (২০১৫)	৪.৫ (২০১৭)	২০.০	ধীর অগ্রগতি
১৭.৮	১৭.৮.১ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা	০.১	৪১.৫ (২০১৬)	৯০	ধীর অগ্রগতি
১৭.৯	১৭.৯.১ অঙ্গীকার অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন ডলারে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মূল্য (উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহ)	১৯৪.০	৪৫৩.৯ (২০১৫)	টার্গেট নেই	--
১৭.১৯	১৭.১৯.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত সকল সম্পদের ডলার মূল্য	১.২৫ (২০০৬)	৩৫.৮ (২০১৪)	টার্গেট নেই	--

এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

এসডিজি ১.২.১ জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

দারিদ্রের উচ্চসীমা

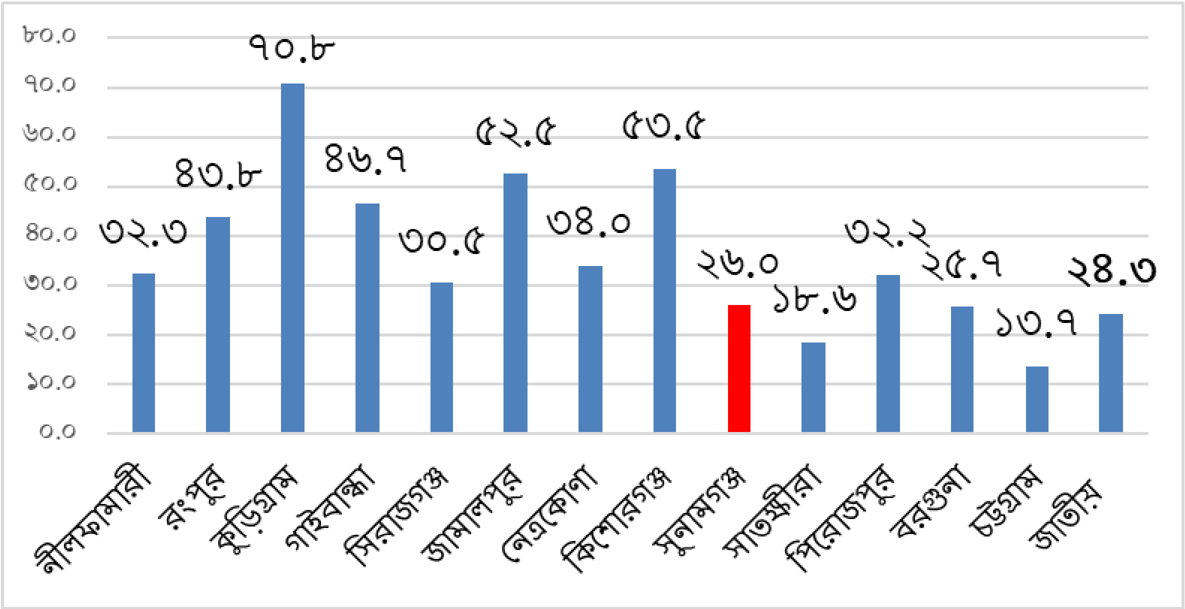

তথ্যসূত্রঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-১৭

টার্গেট (২০৩০): ০

এসডিজি’র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ১.২.১ জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখার অনুপাত

দারিদ্রের নিম্নসীমা

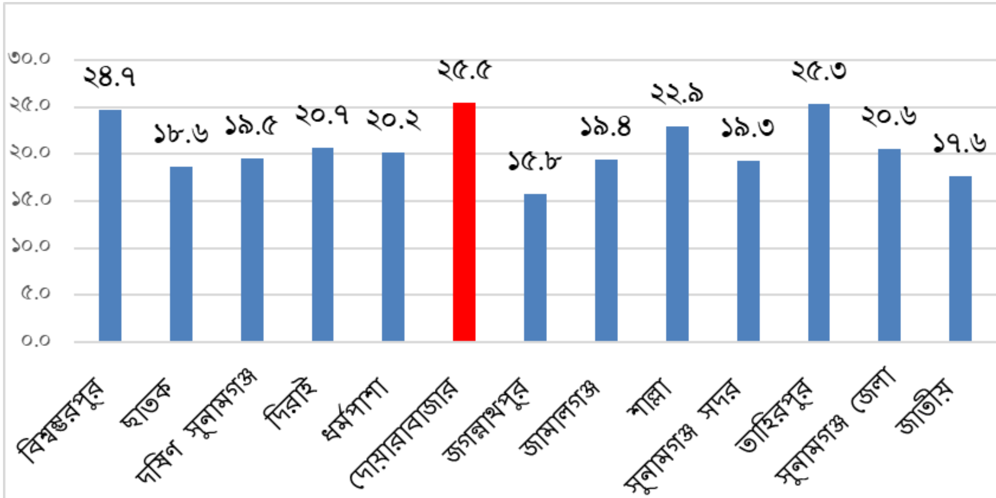

দারিদ্রের উচ্চসীমা

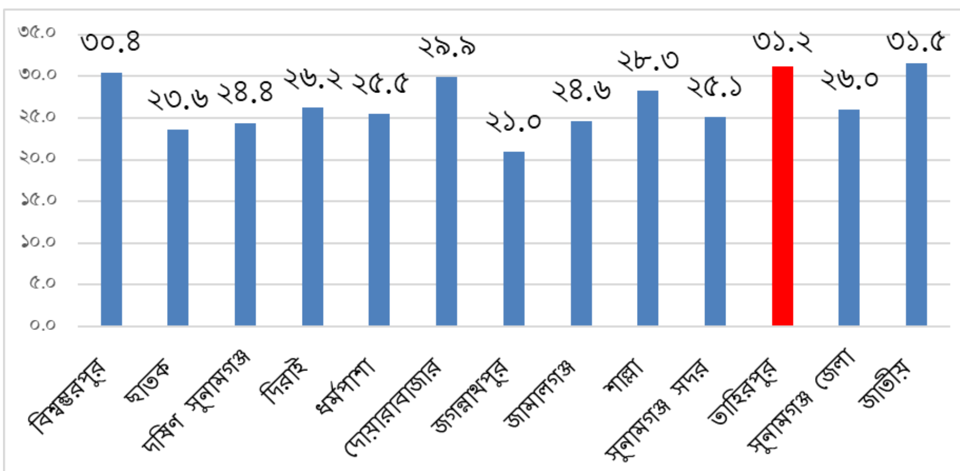

তথ্যসূত্রঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০

টার্গেট (২০৩০): ০

এসডিজি’র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ২. এসডিজি’র পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন সূচক

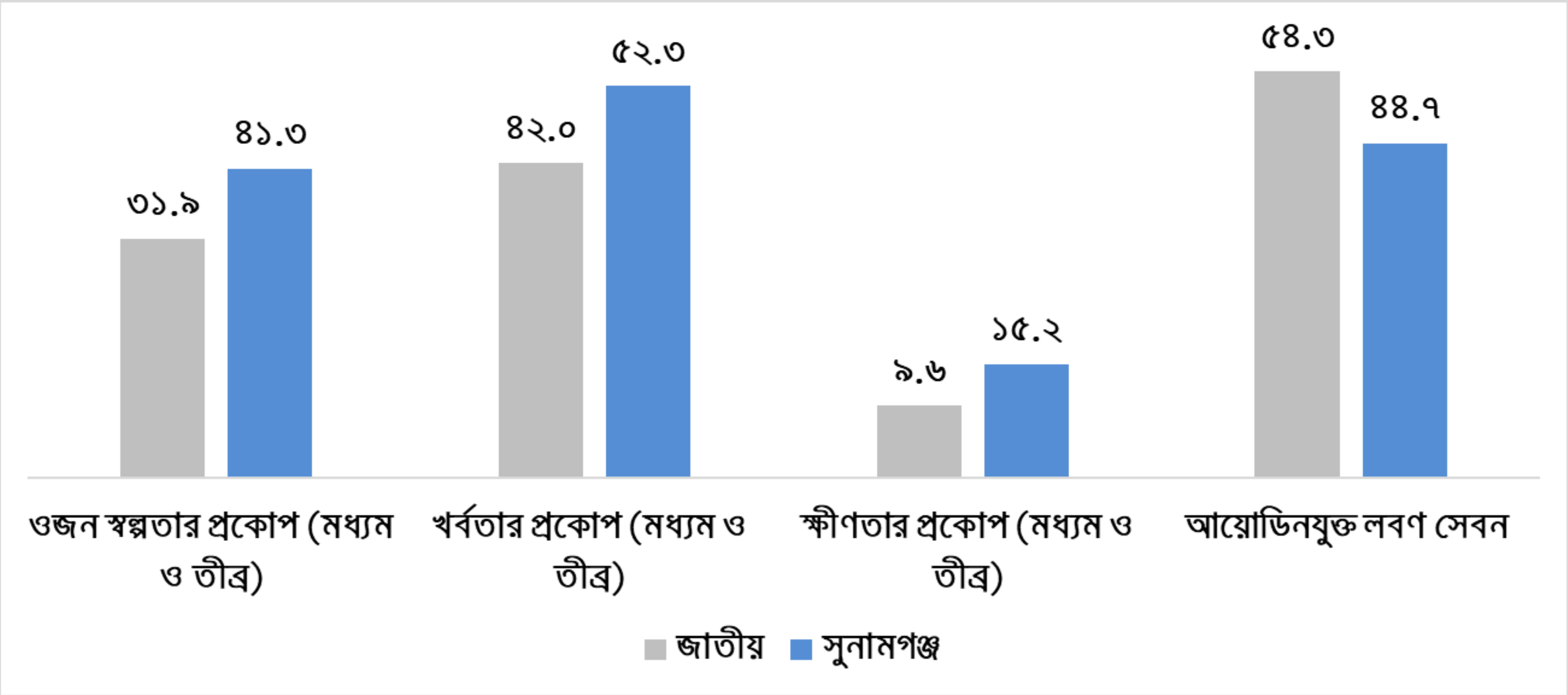

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

টার্গেট (২০৩০): ১০ টার্গেট (২০৩০): ১২ টার্গেট (২০৩০): ০

এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত

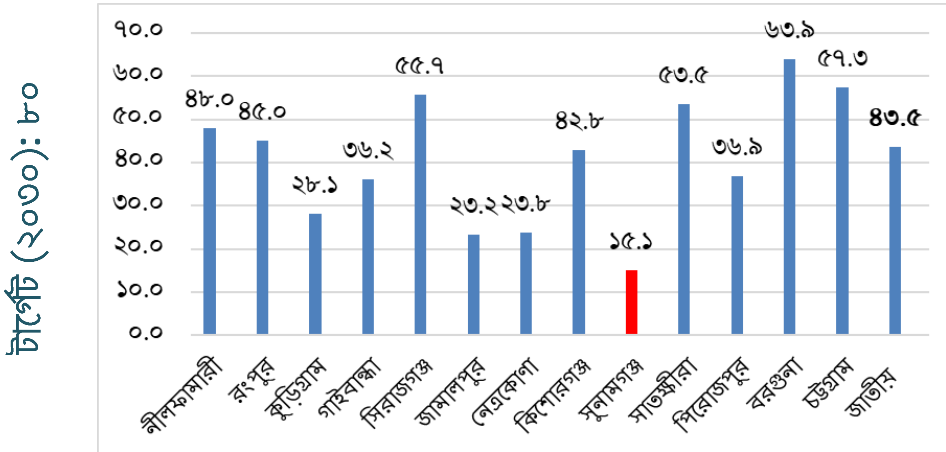

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

৩.২.১ অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)

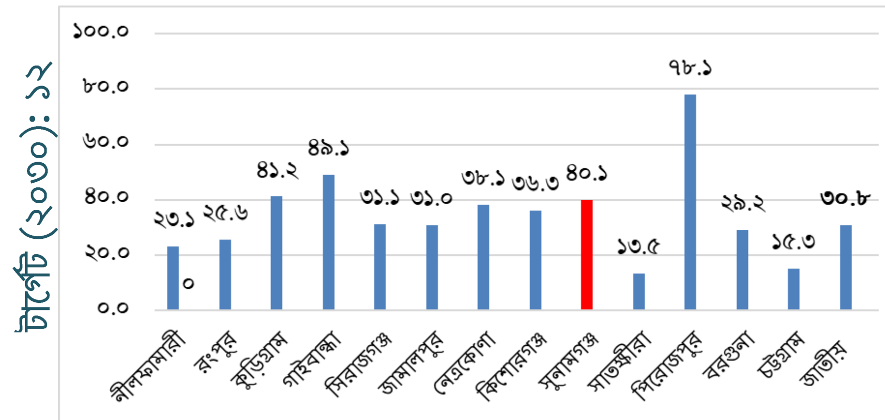

তথ্যসূত্রঃ SVRS ২০১৬

৩.৭.১ গর্ভনিরোধক প্রবণতা হার (যে কোনো প্রক্রিয়া)

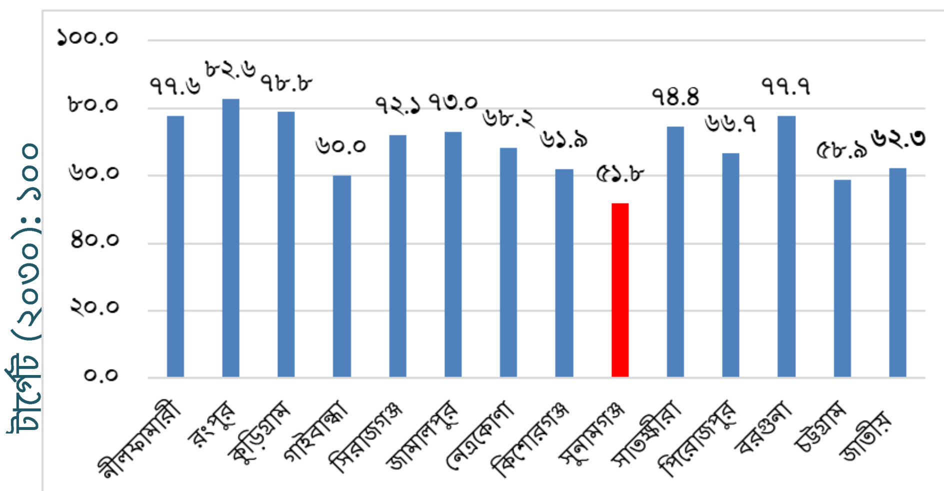

তথ্যসূত্রঃ SVRS ২০১৬

৩.৭.২ প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার

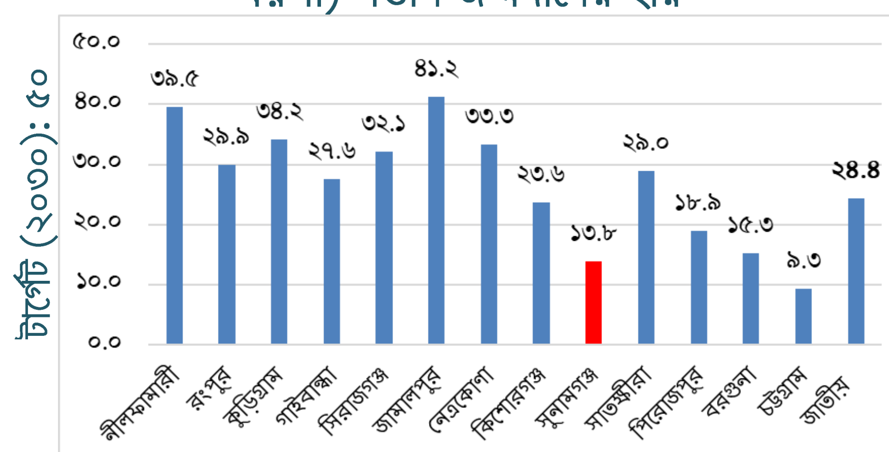

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

৪.২.২ সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের ১ বছর পূর্বে)

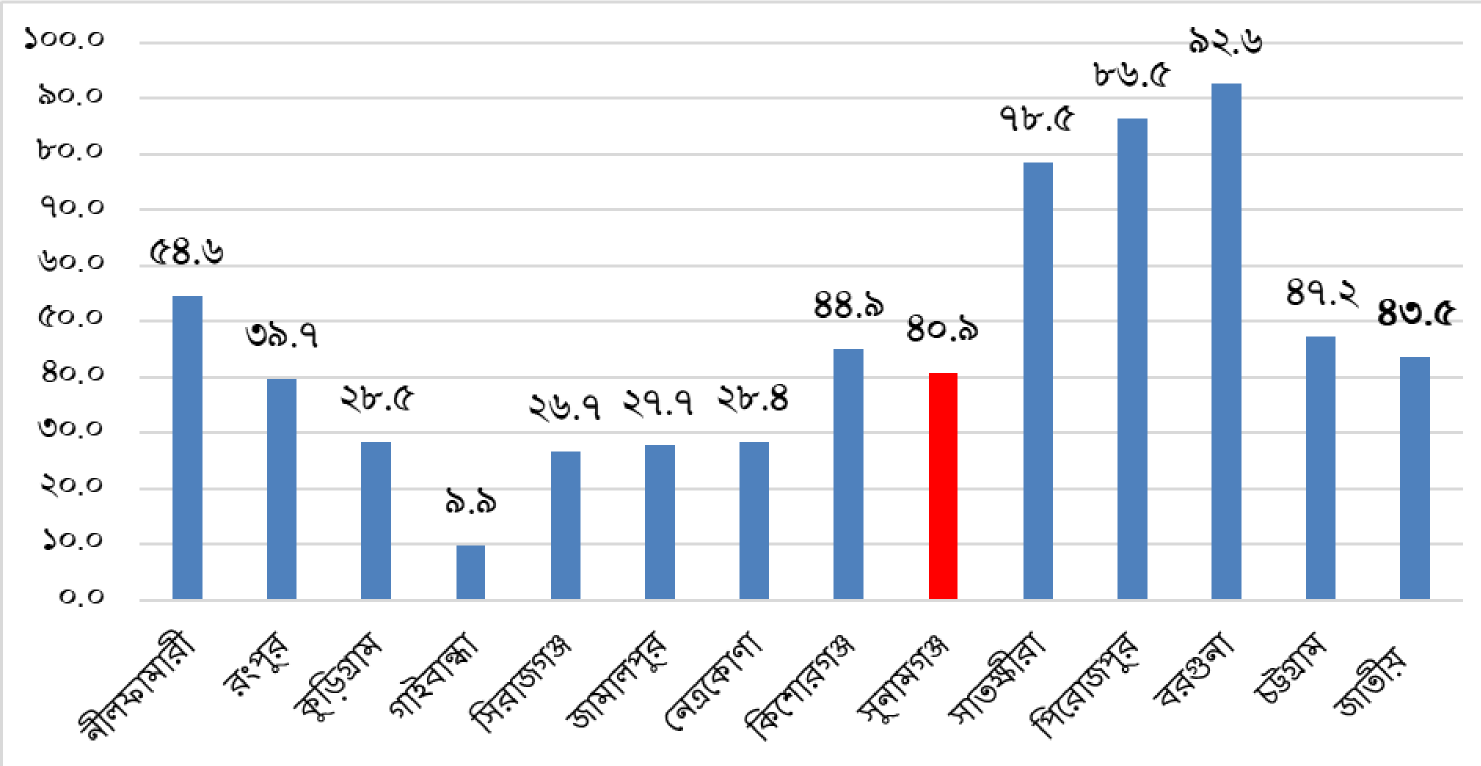

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

টার্গেট (২০৩০): ১০০

এসডিজি’র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

৫.৩.১ ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলার হার যারা ১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ অথবা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে

টার্গেট (২০৩০): ০

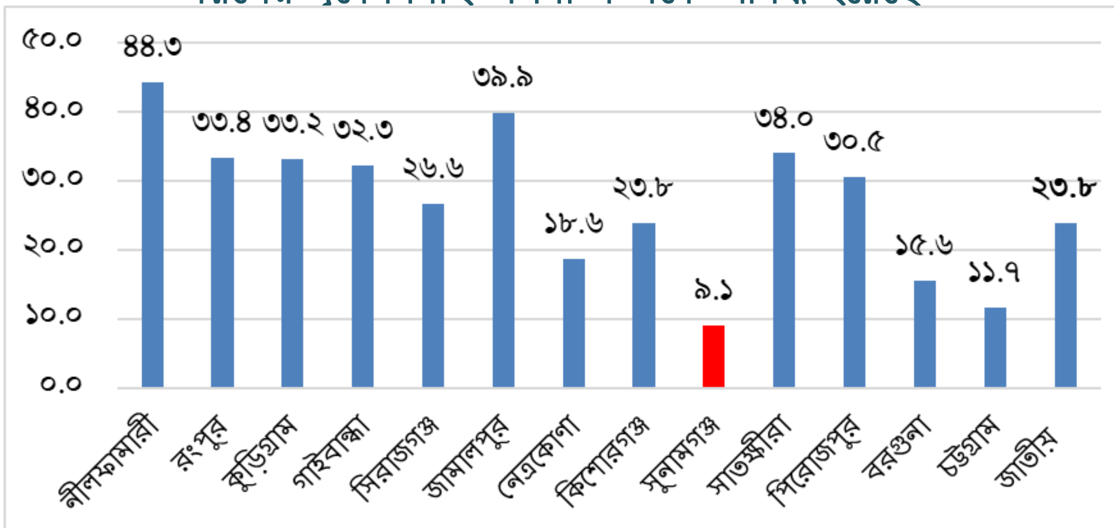

৫.৩.১ ২০-৪৯ বছর বয়সী মহিলার হার যারা ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ অথবা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে

টার্গেট (২০৩০): ১০

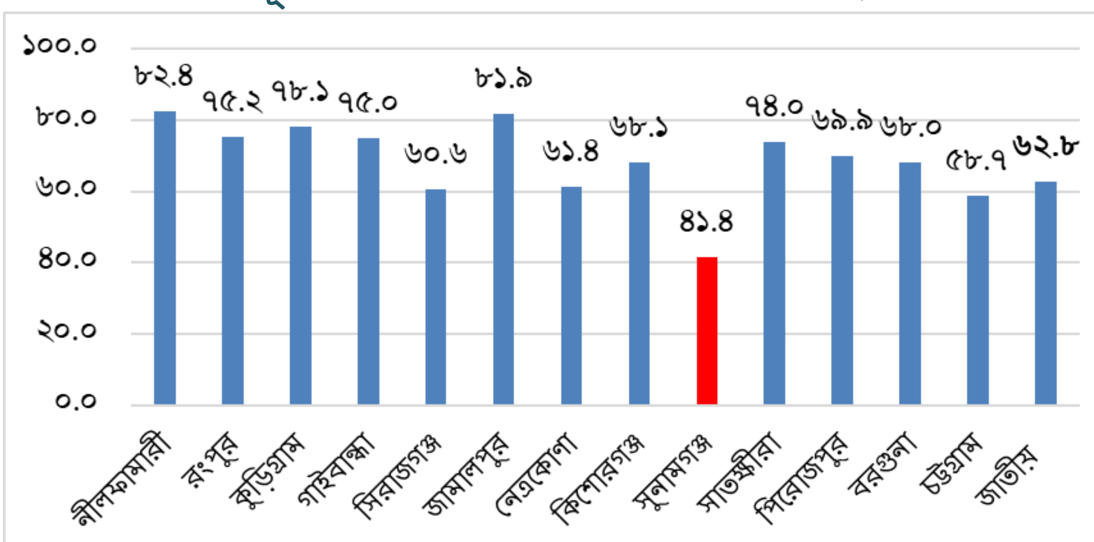

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

৬.১.১ নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত

টার্গেট (২০৩০): ১০০

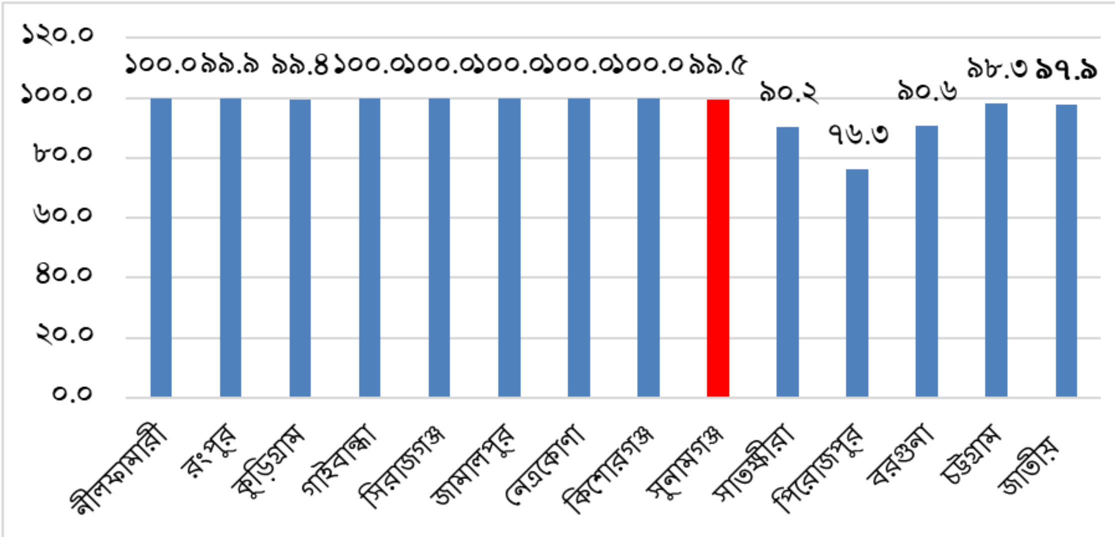

৬.২.১ সাবান এবং পানি দ্বারা হাতধোয়ার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত

টার্গেট (২০৩০): ১০০

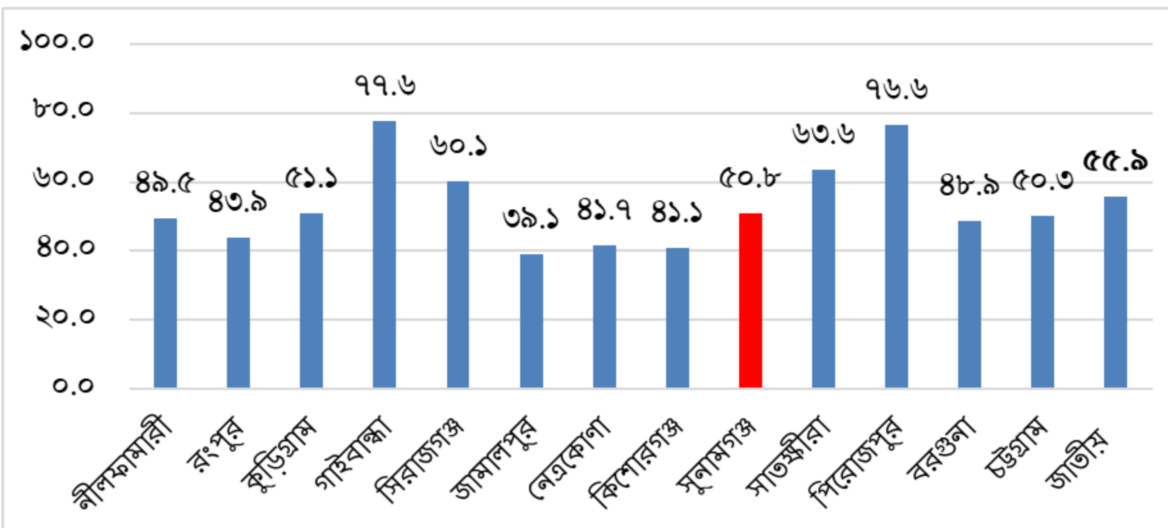

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি ৭.১.১ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত

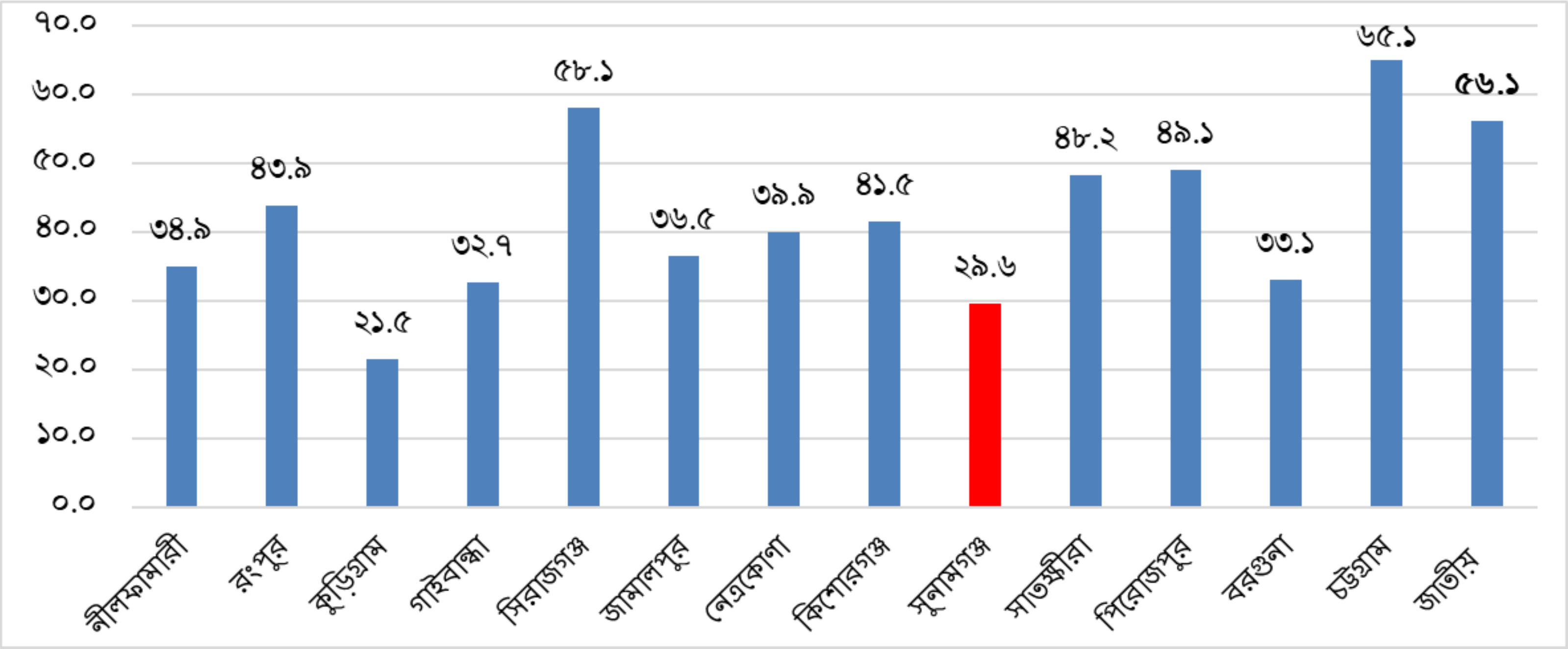

তথ্যসূত্রঃ Population and Housing Census ২০১১

টার্গেট (২০৩০): ১০০

এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

৮.৫.২ ১৫ বছর বা ১৫ বছরের অধিক বয়সী বেকারত্বের হার

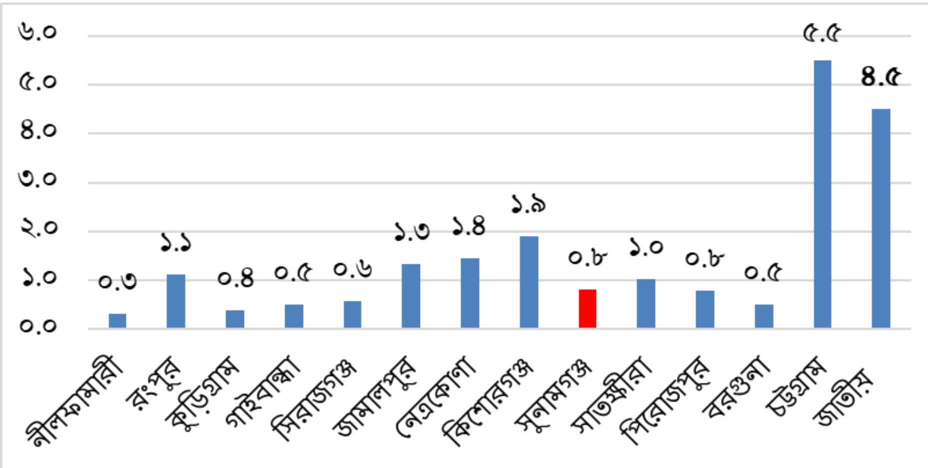

টার্গেট (২০৩০): ২.৫

৮.৬.১ ১৫-২৯ বছর বয়সী বেকার যুবক

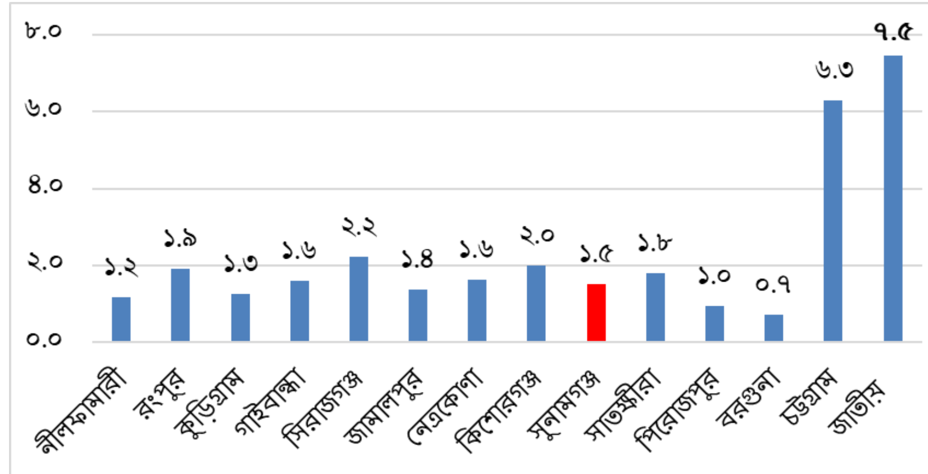

টার্গেট (২০৩০): ৩.০

তথ্যসূত্রঃ LFS ২০১০

৮.৭.১ শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা

টার্গেট (২০৩০): ০

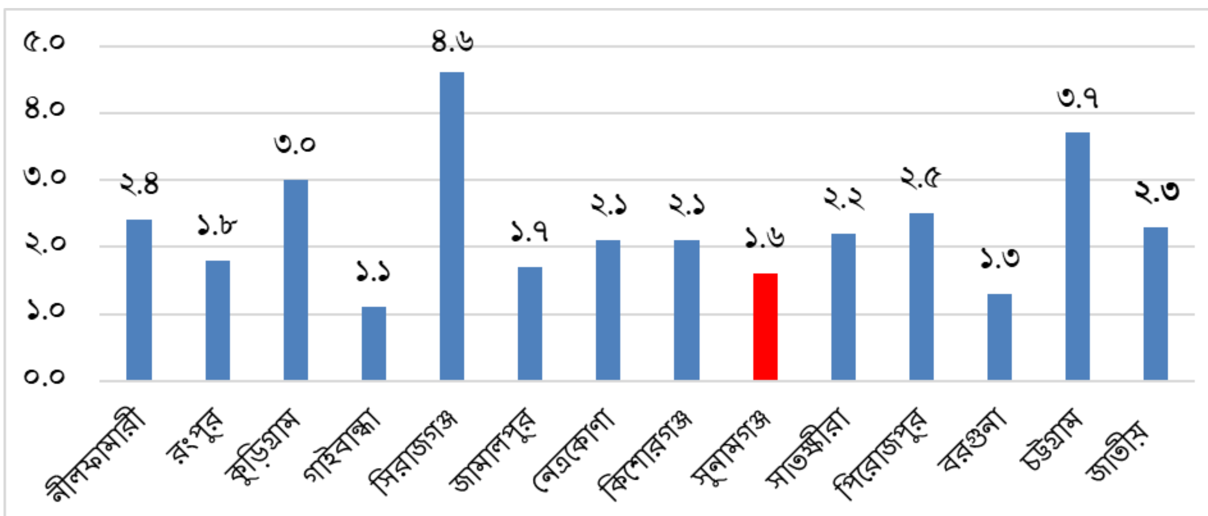

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০০৯

এসডিজি’র বিভিন্ন অভীষ্টে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা

১৬.২.১ (১-১৪) বছর বয়সী শিশুদের প্রতি শিশু সহিংস আচরণ

টার্গেট (২০৩০): এখনও নেই

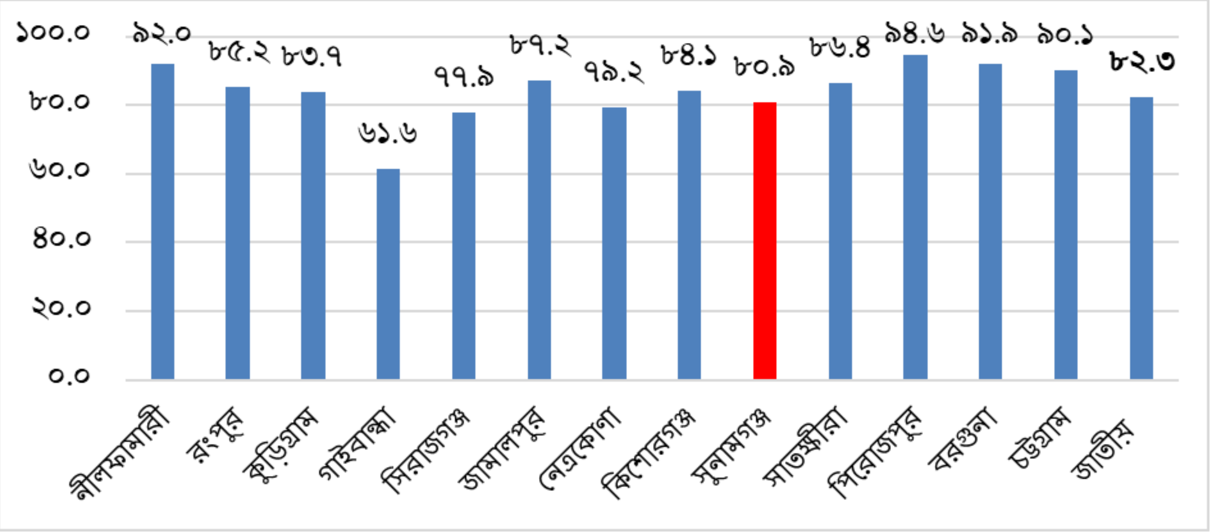

১৬.৯.১ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্ম নিবন্ধন

টার্গেট (২০৩০): ১০০

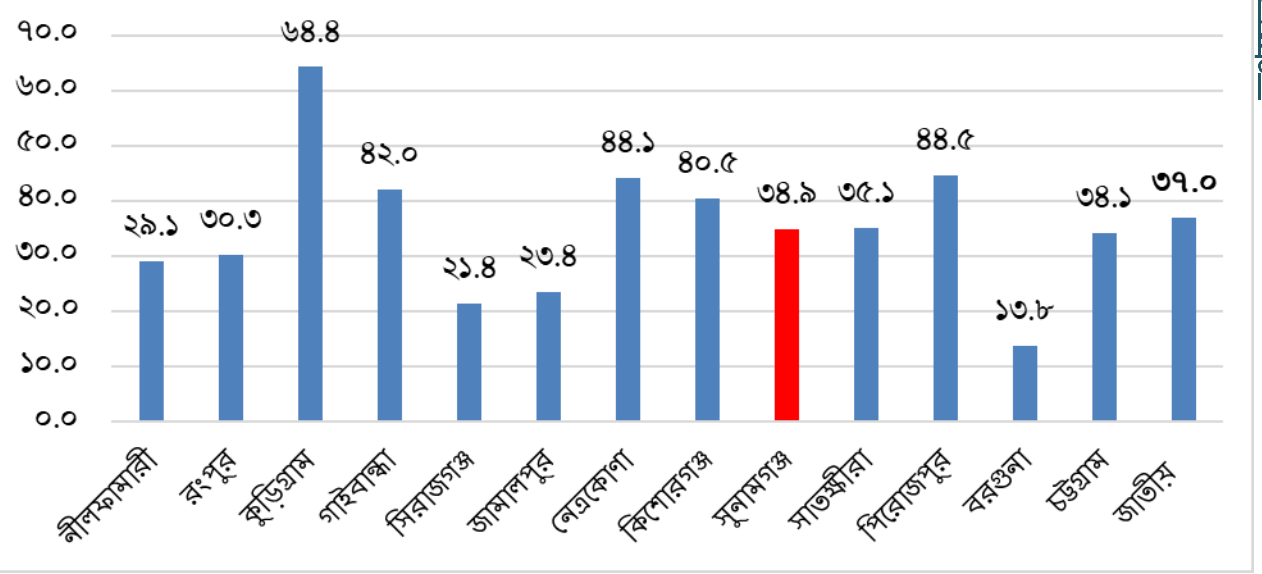

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

এমডিজি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

- জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতির সঙ্গে কম সামঞ্জস্য
- বাস্তবায়নে ‘বিচ্ছিন্ন’ পদ্ধতি গ্রহণ
- উপাত্ত প্রাপ্তির অপ্রতুলতা
- বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়ার সংযুক্তির অভাব
- বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব
- অংশীজনের সীমিত সম্পৃক্ততা
- দুর্বল পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতার চর্চা

Supported by the European Union

এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য নীতি কাঠামো

Supported by the European Union

❑ চলমান অন্তত ১৫ টি জাতীয় পরিকল্পনা, কৌশল এবং নীতি

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) ২০১৫
- জাতীয় খাদ্য নীতি কর্ম পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫)
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) ২০১১-১৬
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০; প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিএডিপি ৩) ২০১১-১৬ (সংশোধিত ২০১৭)
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (এনডব্লিউডিপি) ২০১১
- বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০
- জ্বালানী ব্যাবস্থার মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) ২০১৬
- জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি) ২০১১
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২১
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনপিডিএম) ২০১০-২০১৫

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য নীতি কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)'র পর্যালোচনা অনুযায়ী, এসডিজির ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে
  - ৫৬ টি (৩৩.১ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রা ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত
  - ৩৭ টি (২১.৯ শতাংশ) আংশিকভাবে সংযুক্ত
  - ৬৫ টি (৩৮.৫ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রা কোনভাবেই সংযুক্ত নয়
- এছাড়াও ৭ টি অভীষ্টের অধীনে ১১ টি লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।

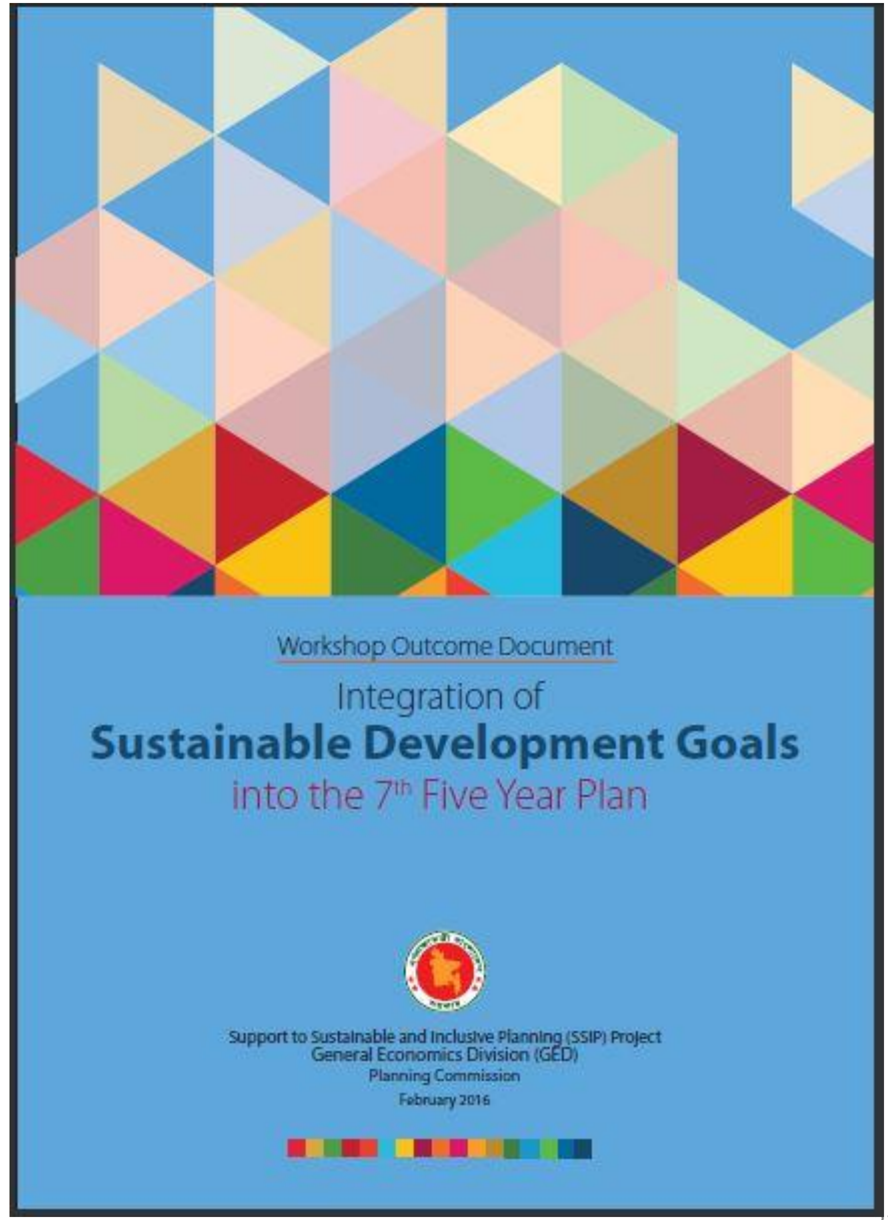

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

- পরিকল্পনা কমিশন এসডিজি এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের একটি ম্যাপিং পরিচালনা করেছে

- এছাড়াও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বিদ্যমান নীতিমালা এবং পদক্ষেপগুলি ম্যাপিং করা হয়েছে

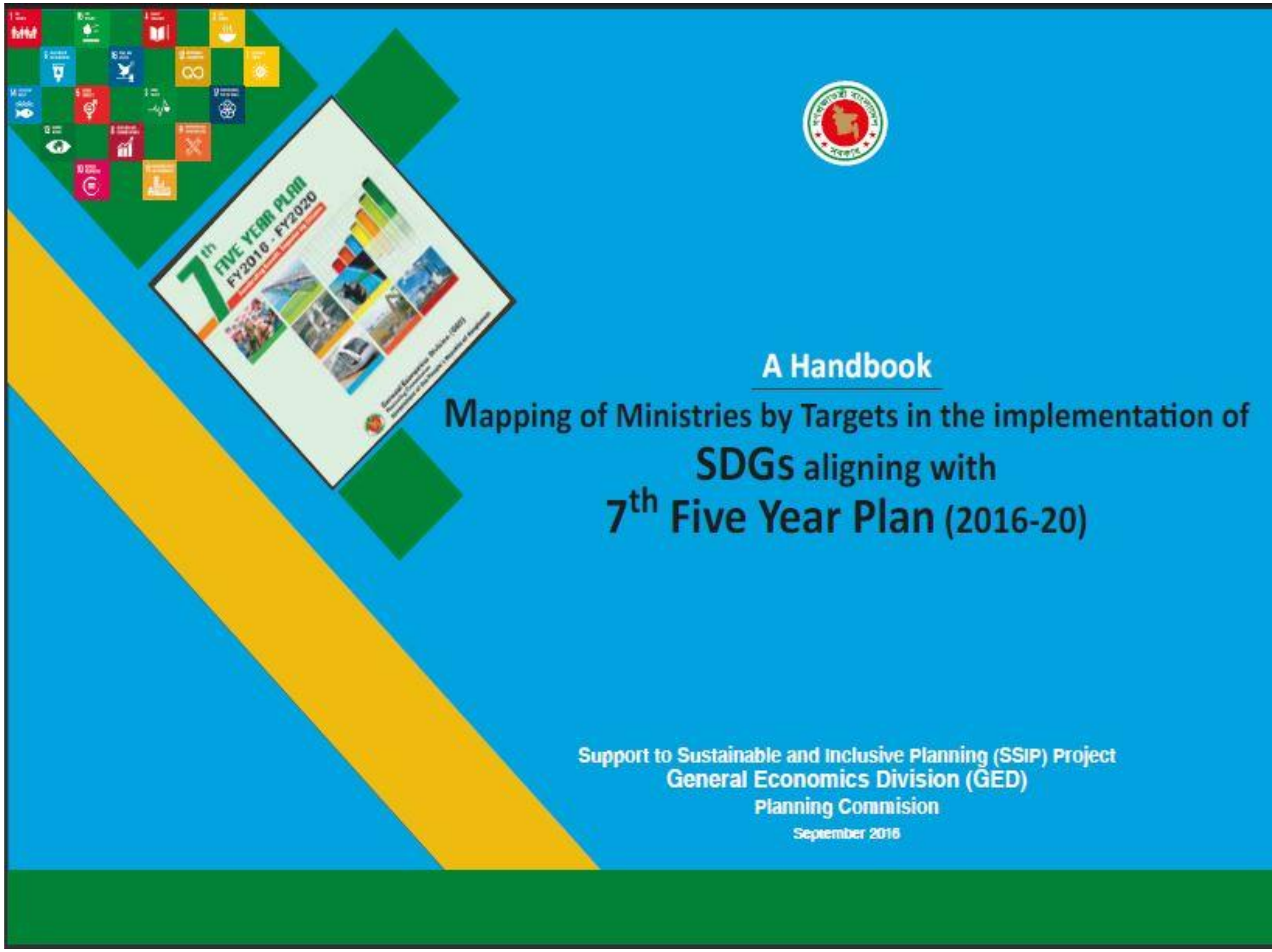

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

সকল এসডিজি’র জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর দায়িত্ব বন্টনের চিত্র

এসডিজি	প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগ
অভীষ্ট ১: দারিদ্র বিলোপ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
অভীষ্ট ২: ক্ষুধা মুক্তি	কৃষি মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; বানিজ্য মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
অভীষ্ট ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অভীষ্ট ৪: গুনগত শিক্ষা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অভীষ্ট ৫: নারী সমতা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
অভীষ্ট ৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	**স্থানীয় সরকার বিভাগ**; কৃষি মন্ত্রণালয়; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অভীষ্ট ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানী	জ্বালানি বিভাগ; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অভীষ্ট ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	অর্থ বিভাগ; বানিজ্য মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অভীষ্ট ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; **স্থানীয় সরকার বিভাগ**; শিল্প মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সকল এসডিজি’র জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর দায়িত্ব বন্টনের চিত্র

এসডিজি	প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগ
অভীষ্ট ১০: অসমতা হ্রাস	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; আইন ও বিচার বিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; বানিজ্য মন্ত্রণালয়; আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অভীষ্ট ১১: টেকসই নগর ও সমাজ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; রেল মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; **স্থানীয় সরকার বিভাগ**; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অভীষ্ট ১২: দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; **স্থানীয় সরকার বিভাগ**; শিল্প মন্ত্রণালয়; বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
অভীষ্ট ১৪: জলজ জীবন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
অভীষ্ট ১৫: স্থলজ জীবন	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; অর্থ বিভাগ ; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অভীষ্ট ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আইন ও বিচার বিভাগ; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; বাংলাদেশ ব্যাংক; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; **স্থানীয় সরকার বিভাগ**; তথ্য মন্ত্রণালয়
অভীষ্ট ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিনিয়োগ বোর্ড); বাংলাদেশ ব্যাংক; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; বানিজ্য মন্ত্রণালয়; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব); পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

- নভেম্বর ২০১৫ তে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 'এসডিজি পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে
- প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মূখ্যসচীব উক্ত কমিটির সভাপতি এবং জিইডি এটার সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে
- বিগত মূখ্যসচীবকে এসডিজির সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে
- কমিটির সদস্যপদ ২০ টি প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবদের নিয়ে গঠিত
- কমিটি ইতোমধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে এবং জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বৈশ্বিক অভীষ্টসমূহকে প্রাসঙ্গিক করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে প্রাসঙ্গিক অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত এবং তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের পরিকল্পনা, পাশাপাশি নতুন চালু বার্ষিক সম্পাদন মূল্যায়ন (এপিএ) এ প্রতিফলিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে
- জিইডি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপকরণগুলির উপর ভিত্তি করে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করছে যা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার তিনটি চক্রকে অনুসরণ করে প্রস্তুত হবে
- প্রতি ছয় মাসে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন করা হবে

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং কর্মপরিকল্পনাসমূহ হলঃ

- ❑ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট এর অধীনে 'এসডিজি ওয়ার্কিং টিম'
- ❑ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অধীনে 'এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক উপ-কমিটি'
- ❑ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে 'জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি'
- ❑ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা
- ❑ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং কর্মপরিকল্পনাসমূহ হলঃ

- এসডিজির উপর স্বেচ্ছা জাতীয় পর্যালোচনা যা ২০১৭ সালে প্রস্তুত এবং জাতিসংঘে উপস্থাপন করা হয়
- প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে
- ২০১৮ সালের ৪-৬ জুলাই এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা (এসআইআর) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সরকারি সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওদের সহযোগিতায় এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে

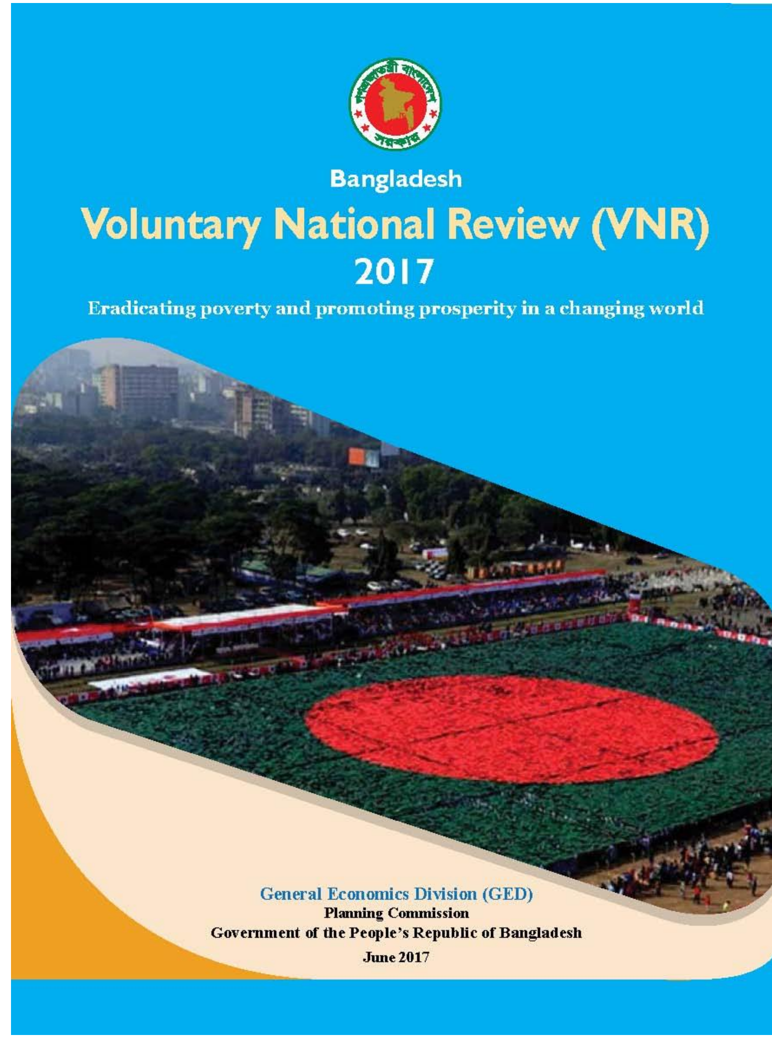

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন

❑ এসডিজির ক্ষেত্রে অর্থায়ন বিষয়টি এত আগেই কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- এমডিজি'র সময় প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাক্কলন শুরুর দিকে করা হয়নি; সীমিত সম্পদের বন্টন সময়মত না হওয়ায় এমডিজি'র বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়
- এমডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টের জন্য সম্পদের চাহিদা পৃথকভাবে প্রাক্কলন করা হয় - যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ডাবল কাউন্টিং হয়
- যেহেতু বৈশ্বিক সূচকগুলো চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তাই এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুততম সময়ে দেশীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাক্কলন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক প্রাক্কলন এবং প্রাক্কলনের সময় লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে 'সিনার্জি' ও 'ট্রেড অফ' বিবেচনায় রাখা জরুরী
- প্রাক্কলিত সম্পদের সাথে বিদ্যমান সম্পদের প্রবাহের (উৎস সহ) মধ্যে মিল থাকা জরুরী
- এটা সম্পদের ঘাটতির আরও সঠিক প্রাক্কলনে এবং সম্পদের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিতকরণে ভূমিকা রাখবে

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন

- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের প্রাক্কলনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগও 'বাংলাদেশে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি'র জন্য অর্থায়ন শক্তিশালীকরণ' নামে উন্নয়ন অর্থায়নের উপর একটি স্বাধীন মূল্যায়ন করেছে

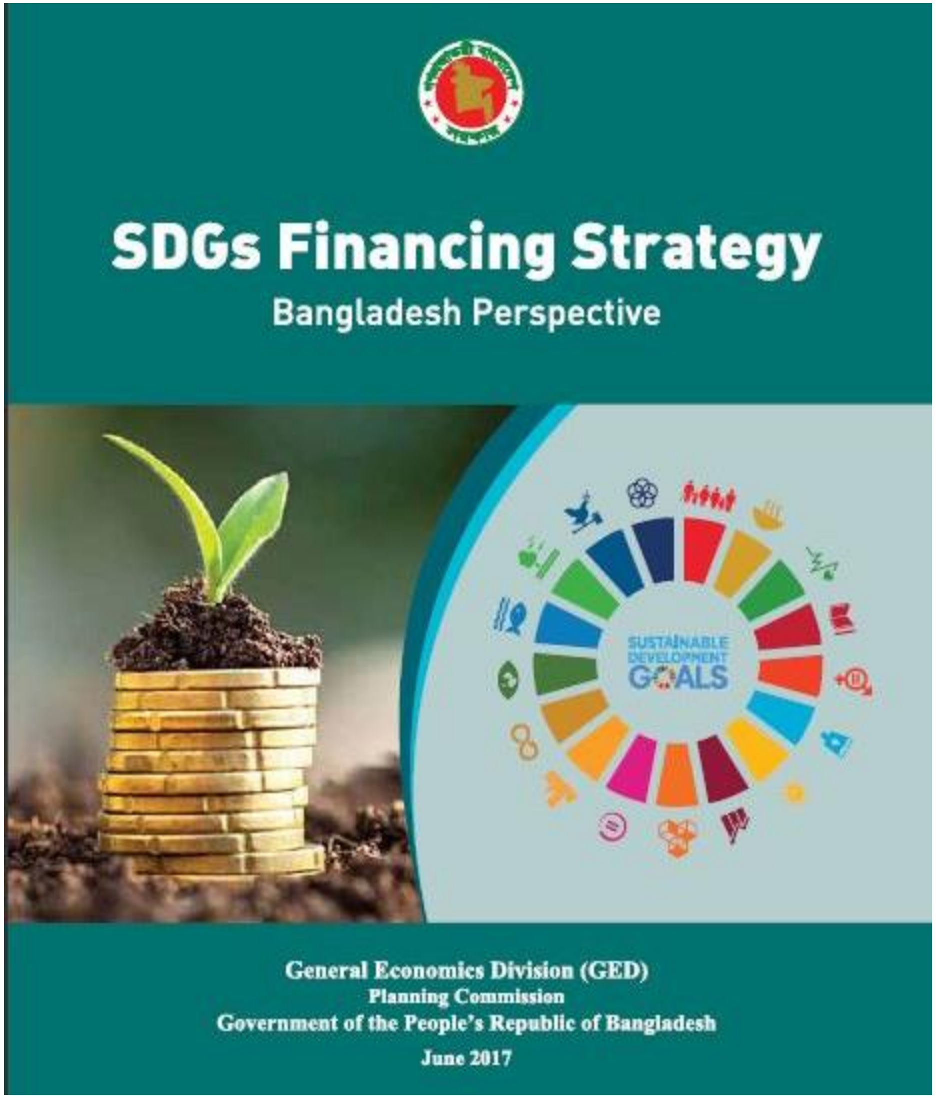

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন

❑অর্থায়নের উৎস

- *আর্থিক সম্পদ:* এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান মূলত দুইটি স্তম্ভ থেকে আসবেঃ

সরকারি খাত

- দেশজ সম্পদ আহরণ হচ্ছে ২৫.৪ বিলিয়ন ডলার (জিডিপির ১০.২ শতাংশ)
- অবৈধ আর্থিক প্রবাহ ২০০৪-২০১৩ তে গড়ে ৫.৬ বিলিয়ন ডলার (২০১৩ তে জিডিপির ৬.৪ শতাংশ)
- বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ৩.৬ বিলিয়ন ডলার (জিডিপির ১.৪ শতাংশ)- পাইপলাইনে আছে আরও ৩৬ বিলিয়ন ডলার
- সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮.৫ বিলিয়ন ডলার (জিডিপির ৭.৪ শতাংশ)

বেসরকারি খাত

- সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৭.৭ বিলিয়ন ডলার (জিডিপির ২৩.১ শতাংশ
- বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২.৫ বিলিয়ন ডলার (জিডিপির ১ শতাংশ)
- প্রবাসী আয় ১২.৮ বিলিয়ন ডলার (জিডিপির ৫.১ শতাংশ)

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন

- জিডিপির শতকরা অনুপাতে ব্যাক্তিখাতের বিনিয়োগ প্রায় স্থির হয়ে আছে
- সরকারি বিনিয়োগে সাধারণভাবে একটি ঊর্ধ্বাভিমুখী প্রবাহ দেখা যাচ্ছে
- জিডিপির শতকরা অনুপাতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ অসন্তোষজনক
- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- জিডিপির শতকরা অনুপাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রায় অপরিবর্তনশীল
- জিডিপিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের অংশ সাধারণভাবে হ্রাস পেয়েছে

বর্তমান প্রচেষ্টার জোরদারকরণ এবং নতুন উপায় উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজন এখন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে

- ***অর্থ-বহির্ভূত সম্পদ:*** এমন উচ্চাভিলাষী একটি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হলে আর্থিক সম্পদের পাশাপাশি অর্থ-বহির্ভূত সম্পদেরও প্রয়োজন পড়বে:
  - পরিষেবার জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার
  - প্রযুক্তি হস্তান্তর
  - ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইটস
  - জলবায়ু অর্থায়ন

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন

❑ঘাটতি অর্থায়নের পাঁচটি সম্ভাব্য উৎস

- সরকারি - ৩৪%
- ব্যক্তিখাতের অর্থায়ন - ৪২%
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব - ৬%
- বৈদেশিক উৎস (এফডিআই, বিদেশী সাহায্য এবং অনুদান) - ১৫%
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ - ৪%

অর্থায়ন উপায়সমূহের সারসংক্ষেপ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

উৎসসমূহ	অর্থবছর ১৭-২০	অর্থবছর ২১-২৫	অর্থবছর ২৬-৩০	অর্থবছর ১৭-৩০
দেশীয় উৎস হতে অতিরিক্ত মোট অর্থের পরিমাণ	১০৭.৭	২৫৭.৫	৪৩০.৯	৭৯৬.১
বৈদেশিক উৎস হতে অতিরিক্ত মোট অর্থের পরিমাণ	২২.৭	৪৩.২	৬৭.২	১৩২.৪
দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অতিরিক্ত মোট অর্থের পরিমাণ	১২৯.৮	৩০০.৭	৪৯৮.০	৯২৮.৫
দেশীয় উৎস হতে অতিরিক্ত অর্থের গড় বার্ষিক পরিমাণ	২৬.৯	৫১.৫	৮৬.২	৫৬.৯
বৈদেশিক উৎস হতে অতিরিক্ত অর্থের গড় বার্ষিক পরিমাণ	৫.৫	৮.৬	১৩.৪	৯.৫
যেখানে এফডিআই	২.৭	৬.৫	১০.৭	৬.৯
অনুদান ও সাহায্য	২.৮	২.২	২.৭	২.৬

এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং পর্যাপ্ততা

❑ উপাত্তের প্রাপ্যতা

- জিইডি খুব সাম্প্রতিক সময়ে এসডিজি'র জন্য একটি 'পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক' তৈরি করেছে যেখানে বাংলাদেশে এসডিজি'র সকল সূচকসমূহের জন্য উপাত্ত প্রাপ্তির একটি হিসেব দেয়া হয়েছে
  - ➢ এটা থেকে পাওয়া যায় যে ২৩২ টি সূচকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক (১১০) সূচকের জন্য উপাত্ত বর্তমানে বাংলাদেশে নেই
  - ➢ যে ৫৮ টি সূচকের জন্য আংশিকভাবে উপাত্ত পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই বিভিন্ন প্রশাসনিক দলিল থেকে প্রাক্কলন করতে হবে

Rahman *et al.* ২০১৬ সালে তাদের গবেষণায় বাংলাদেশে এসডিজি'র সকল সূচকসমূহের উপাত্তের প্রাপ্যতা পরিমাপের জন্য একটি অনুশীলন করে যার হিসেব জিইডি'র হিসেবের প্রায় কাছাকাছি

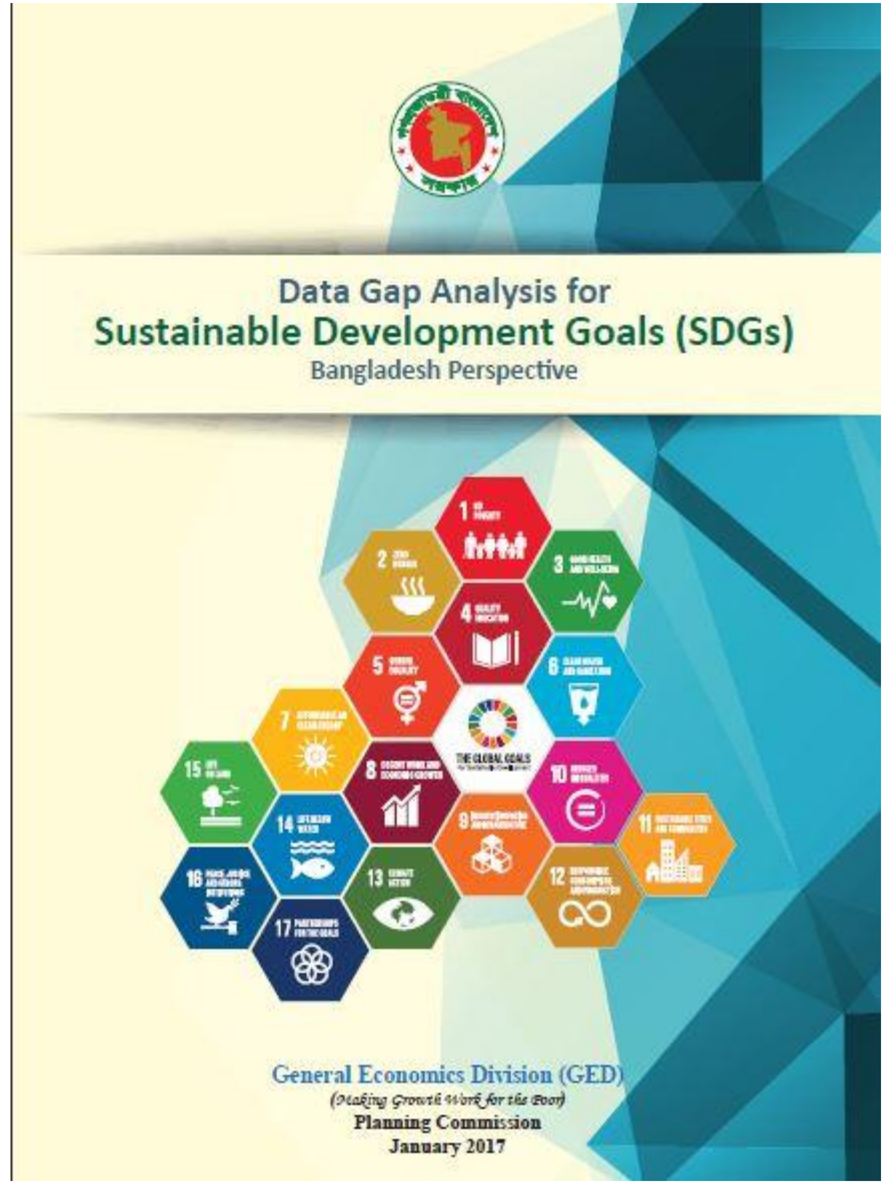

এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং পর্যাপ্ততা

❑ অভীষ্ট ভেদে উপাত্তের প্রাপ্যতা

- অভীষ্ট ভেদে তথ্যের প্রাপ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় '**সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ**', '**গুনগত শিক্ষা**', '**জেন্ডার সমতা**' এবং '**শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি**' এর সাথে সম্পর্কিত সূচকগুলোতে উপাত্তের প্রাপ্যতা যথেষ্ট ভাল

- 'জলজ জীবন', 'টেকসই নগর ও সমাজ', 'দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন', 'জলবায়ু কার্যক্রম' অভীষ্টগুলোতে উপাত্ত প্রাপ্তির অনেক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়

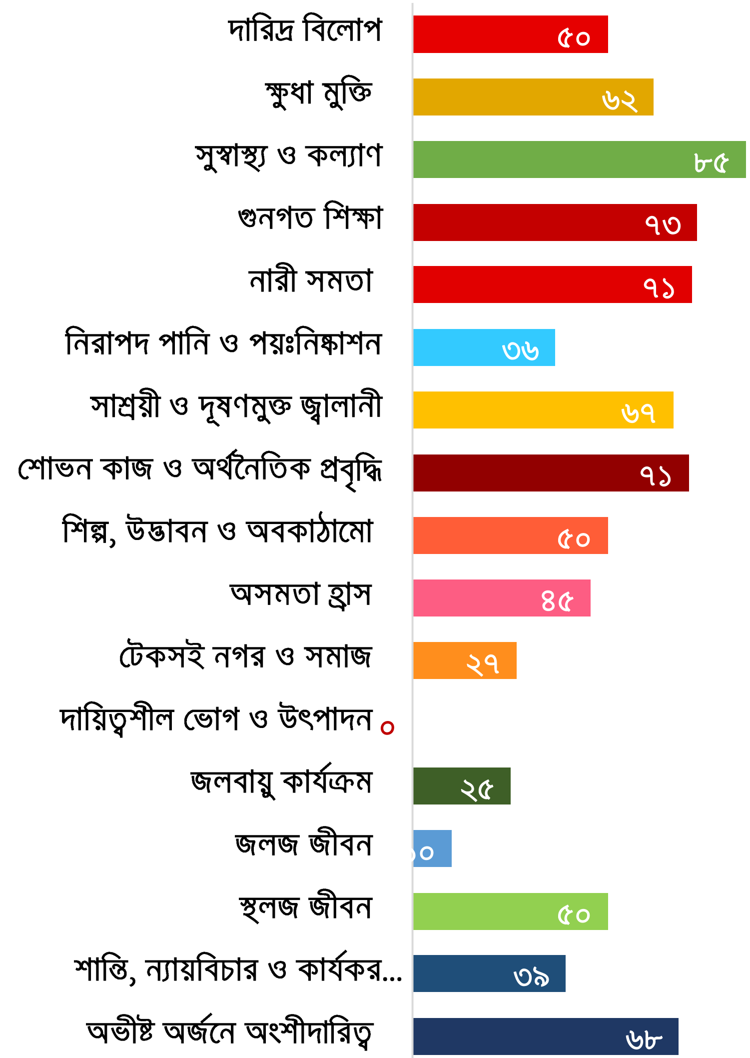

এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং পর্যাপ্ততা

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- গুণমানসম্পন্ন ও সময়োপযোগী উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং উপাত্তে প্রবেশযোগ্যতা
- একটি রেফারেন্স বছর নির্ধারণ
- বৈশ্বিক মান অনুসরণ করে ধারণাসমূহ, সংজ্ঞা, পদ্ধতিগুলি সংহত করা
- দ্রুত অগ্রসরমান প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার
- পদ্ধতিগত ঘাটতি পূরনের জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন
- সরকার-বহীর্ভূত তথ্য যাচাইকরণ
- পরিসংখ্যান কার্যালয়সমূহের স্বাধীনতা
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিসংখ্যানের জন্য বৈশ্বিক সাহায্য করে যাওয়ায় উপাত্তের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিতকরণও একটি বড় চ্যালেঞ্জ
    - বাংলাদেশে পরিসংখ্যানের জন্য অনুদান বিগত আট বছরে অনেক বেশী পরিবর্তনশীল ছিল, ২০০৯ সালে ০.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০১৩ সালে ৪৭.৮ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে বিস্তৃত ছিল

অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ

Supported by the European Union

বিষয়বস্তু নির্ধারণ → বাস্তবায়ন → পর্যবেক্ষণ → জবাবদিহিতা

- অংশগ্রহণের ধরন
- জবাবদিহিতা প্রয়োগের উপকরণ

অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ

▪ এসডিজি বাস্তবায়নে অবদান রাখতে এবং এই প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সিপিডি ৪০ টি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এসডিজি'র জন্য নাগরিক প্লাটফর্ম নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৬

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক এসডিজির জন্য সিটিজেন প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় গৃহীত উদ্যোগ

"বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে এনজিওগুলির ভূমিকা" শীর্ষক সম্মেলনটি ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল:

- ❑ বিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্মিত জিও ও এনজিওর মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে সহায়তা করবে
- ❑ অভীষ্ট বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে কাজ করার জন্য এবং একই সময়ে তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এই ধরণের সহযোগিতার জন্য একটি বিস্তর নির্দেশিকামালা থাকা উচিৎ
- ❑ জিও-এনজিও অংশীদারিত্ব বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোর কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করবে এবং সম্পদ এবং জ্ঞান আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে

অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক এসডিজির জন্য সিটিজেন প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় গৃহীত উদ্যোগ

"বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে এনজিওগুলির ভূমিকা" শীর্ষক সম্মেলনটি ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল

- সম্মেলনের কার্যবিবরণীর উপর ভিত্তি করে "২০৩০ বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ও বাংলাদেশঃ বাস্তবায়নের সন্ধিক্ষণে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্ব" শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছানো এবং জিও-এনজিও সহযোগিতার সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে চলমান বিতর্কের সাথে তাদের পরিচিত করা।

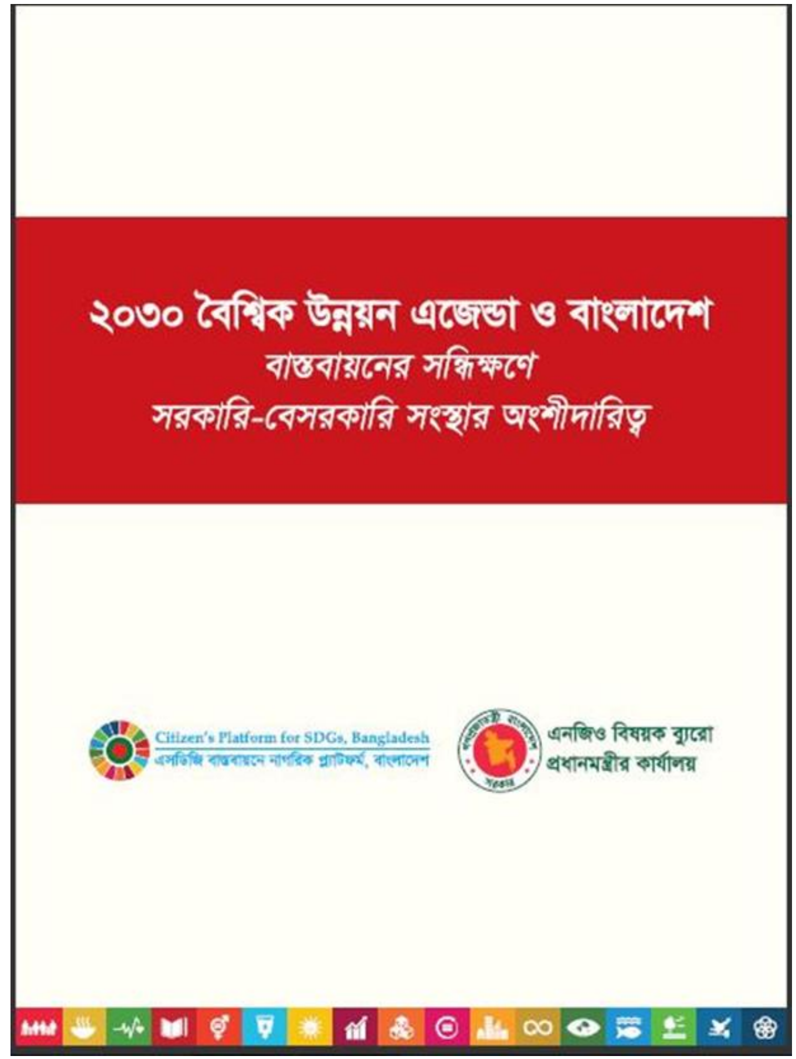

অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক এসডিজির জন্য সিটিজেন প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় গৃহীত উদ্যোগ

এছাড়া "এসডিজি বাস্তবায়নে এনজিওদের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন" শীর্ষক একটি সংলাপ ১০ মার্চ ২০১৮ তে আয়োজিত হয়

- এতে জিও-এনজিও সহযোগিতা সহজতর করতে এবং সরকারী অর্থের মাধ্যমে এসডিজি ট্রাস্ট ফান্ড তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিমালা তৈরির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়

অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

❑ **স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো চারটি প্রধান জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এগুলো হচ্ছেঃ**

স্থানীয় পর্যায়ে সবচেয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা

- এটা করা যাবে
  - স্থানীয় জনগণের সাথে কার্যকর মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে
  - স্থানীয় সমস্যাগুলো নীতি সংলাপে উপস্থাপন করে
  - সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ নিশ্চিতকরণে এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সরকারি নীতিমালায় স্থানীয় চাহিদাগুলির প্রতিফলনে অবদান রাখতে স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক অথবা অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করে

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের দূত হিসেবে ভূমিকা পালন করা

- এসডিজির অগ্রাধিকারগুলি জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা সেই নজরদারিতে সিএসওগুলো কাজ করতে পারে
- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সিএসওগুলো বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য প্রচার করতে পারে। কিন্তু জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সিএসওদের অংশগ্রহণ ও সংযুক্তি নিশ্চিতকরণে, প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা তৈরি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

অংশীদারিত্ব ও অংশীজনের অংশগ্রহণ

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

পরিষেবা প্রদানের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করা

- স্থানীয় সেবা প্রদানে সরকারের যেখানে সক্ষমতার ঘাটতি আছে, সেসব জায়গায় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি পালাক্রমে স্থানীয় চাহিদাগুলোকে আকার দিতে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা তৈরি করতে সাহায্য করবে
- এটি বিশেষ করে দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চল এবং দারিদ্র্যের উচ্চ মাত্রা এবং মৌলিক পরিষেবাগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব রয়েছে এমন এলাকার জন্য প্রাসঙ্গিক
- এখানে, জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্রদের চাহিদা মেটানোর জন্য বেশী উপযুক্ত, কারণ তারা সরকারের তুলনায় আরো নমনীয় হতে পারে এবং উন্নয়নের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী বিকল্পগুলি চিহ্নিত করতে পারে
- যদিও এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিদেশী উন্নয়ন সহায়তার উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে যাওয়া এবং জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের তাদের আর্থিক প্রতিশ্রুতি বর্জন করায় উৎসাহিত করার ঝুঁকির দিকে খেয়াল রাখা জরুরী

উপাত্ত সংগ্রহ, প্রতিবেদন, ফলো-আপ এবং পর্যালোচনায় সহায়তা করা

- জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত স্থানীয় পর্যায় থেকে বিসামষ্টিকৃত উপাত্ত সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে
- পাশাপাশি, তারা এসডিজি বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও ফলো-আপে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে এবং বাস্তবায়নের অবস্থার উপর ছায়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে। তারা অগ্রগতি পর্যালোচনায় অবদান রাখতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ের তথ্যগুলো জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন করতে পারে

এসডিজি বাস্তবায়নে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ

সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে আগামী দিনের যে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করেছে সেগুলো হলঃ

- ❑এসডিজি বাস্তবায়নের নিমিত্তে সম্পদ আহরণের অপ্রতুলতা
- ❑জনসংখ্যার দ্রুত হারে বৃদ্ধি
- ❑অপরিকল্পিত নগরায়ন
- ❑ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
- ❑সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- ❑দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
- ❑প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❑সুশাসন বিষয়ক চ্যালেঞ্জসমূহ

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সামনে এগিয়ে যে বিষয়গুলোর উপর নজর দিতে হবে

সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করেছে সেগুলো হলঃ

- ❑মানব সম্পদে বিনিয়োগ
- ❑অবকাঠামোগত ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা
- ❑ গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং গবেষণায় বিনিয়োগ
- ❑ইনোভেশন, ডিজিটালাইজেশন, এবং ওয়ান-স্টপ সেবা গ্রহণ
- ❑শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন এবং শাসনব্যবস্থার উন্নীতকরণ
- ❑শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা
- ❑রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ

এসডিজি স্থানীয়করণের প্রয়োজনীয়তা

- এমডিজি বাস্তবায়নে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি উন্নয়নের সাথে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে
- যদিও সামগ্রিক স্তরে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে দায়বদ্ধ, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপগুলি স্পষ্টত এসডিজিগুলিতে উল্লিখিত আছে। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২ টি (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতীত) বাস্তবায়ন করতে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশল প্রয়োজন পড়বে
- এদিকে, বাংলাদেশের সংবিধান (ধারা ৫৯ (২)) অনুযায়ী, "জনসাধারণের সেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন" সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল দায়িত্বগুলি স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারী সংস্থা, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) ও উপজেলা পরিষদ (ইউজেডপি) এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে
- এই সাংবিধানিক আদেশটি স্থানীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, প্রতিটি প্রাসঙ্গিক এসডিজির জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তাদের অগ্রগতি অনুসরণ ও প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সম্পদ দিয়ে ইউজেডপি এবং ইউপিদেরকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে এসডিজির স্থানীয়করণ অপরিহার্য করে তোলে
- স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকাণ্ডগুলি গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তারা লব্ধ সরকারি সেবা এবং উৎপাদনশীল সম্পদে 'প্রবেশাধিকার' প্রদান করে, সেগুলি 'সাশ্রয়ী' করে এবং জবাবদিহিতার সাথে বিতরণ করে, যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তাদের অবস্থা কাটিয়ে উঠা ও সফল হওয়ার জন্য একটি 'সক্রিয় পরিবেশ' তৈরি হয়

এসডিজি স্থানীয়করণ কাঠামো

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

উপজেলা এসডিজি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন

কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে বিভিন্ন দপ্তরের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি, পুলিশ ইত্যাদি) সদস্যরা থাকবেন। এতে অবশ্যই এনজিও, সিএসও এবং পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের যুক্ত করতে হবে

উপজেলার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থান মূল্যায়ন

টেকসই উন্নয়নের স্তম্ভগুলোর (অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, সুশাসন) বিভিন্ন বিষয়, (মন্ত্রণালয় ভিত্তিক) কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচন করুন

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা

অংশীজনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন কৌশল এবং অগ্রাধিকার খাতে এসডিজি'র একীভূতকরণ

উপজেলা দপ্তরসমূহ এবং এনজিওগুলোর ম্যাপিং

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কার কী দায়িত্ব তা নির্ধারণ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

স্থানীয় প্রতিটি সত্তা ভিত্তিক ২০২৫ সাল পর্যন্ত নির্দেশক চিহ্নিত করা এবং মাইলস্টোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা

সম্পদের ম্যাপিং

মাইলফলক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্ভাব্য উৎসসহ (স্থানীয় সরকার, সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, অন্যদের) প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরুপণ

উপজেলা এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

প্রতিটি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের মাইলফলক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/কর্মসূচি/ প্রকল্প।
প্রতিটি অফিস/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা থাকতে পারে।কর্ম পরিকল্পনার একটি সময়সীমা থাকতে হবে।এটির সাথে কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা, উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাপকাঠি ইত্যাদির অবশ্যই একটি পরিষ্কার সংযোগ থাকতে হবে এবং উপজেলা পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

উপজেলা এসডিজি বাস্তবায়ন কমিটি পর্যায়ক্রমিকভাবে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিরীক্ষণ এবং পর্যালোচনা করবে

উপজেলা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত উপজেলায় **পাইলট প্রকল্প**

জেলা কমিটি উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধান করবে এবং এসডিজি বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান করবে

ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনের সাথে পরামর্শ

এসডিজি স্থানীয়করণ কাঠামো-নাটোর মডেল

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সমস্যা চিহ্নিতকরণ

যেমন, গুণগত শিক্ষা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, বিনিয়োগ ঘাটতি, অদক্ষ মানব সম্পদ, উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা, অপরিকল্পিত ভূমির ব্যবহার, বেকারত্ব, মাদক

সম্ভাবনাসমূহের লিপবদ্ধকরণ

যেমন, শ্রমঘন কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, মৎস্য চাষ, আইসিটি, পর্যটন

উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণ

২০৩০ এজেন্ডা কিন্তু স্থানীয় চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে- যেমন, দক্ষ জনশক্তির একটি পুল তৈরি, মানসম্মত ও আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, রেললাইন স্থাপন, চার লেনের মহাসড়ক নির্মাণ, ফুটওভার বা আন্ডারপাস নির্মাণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, নদী দখল দূর করে নাব্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি

প্রতিটি দপ্তরের জন্য খাত-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

প্রত্যেক দপ্তরকে একটি নির্দিষ্ট খাতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।প্রতিটি দপ্তর অংশীজনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তার নিজস্ব খাতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

- কৃষি ও খাদ্য
- আইন – শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- লোকপ্রশাসন
- স্থানীয় সরকার
- অন্যান্য
- মানব সম্পদের উন্নয়ন
- প্রকৌশল
- স্বাস্থ্য

২০২০, ২০২৫ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ তাদের মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে অর্থায়ন নিশ্চিত করবে যেখানে জেলা প্রশাসক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।জনপ্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী গ্রুপ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে সম্পৃক্ত হবেন।

ধন্যবাদ

Please visit:
http://cpd.org.bd/

Supported by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

অনুশীলন

- আপনার উপজেলার প্রধান সমস্যাগুলো (আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত) চিহ্নিত করুন।

- আপনার উপজেলার সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করুন।

- চিহ্নিত সমস্যা উত্তরণে উন্নয়ন এজেন্ডা/কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করুন।
  - এজেন্ডা/কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্তাব করুন।

- স্থানীয় পর্যায়ের কোন কোন সরকারি দপ্তর/বিভাগ, এনজিও এই উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হতে পারে তা চিহ্নিত করুন।